দৈনিক

১৮/৭/২০০০

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাবি ক্যাম্পাসে সমাবেশ করেছে ছাত্রদল অন্য ছাত্র সংগঠনও করেছে মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ কোন রকম সংঘাত এবং রক্তপাত ছাড়াই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। গতকাল সকল ছাত্র সংগঠনের মিছিলে মিছিলে দীর্ঘদিন পর ক্যাম্পাস সরব হয়ে উঠেছিল। ক্যাম্পাসের আতঙ্কও কেটে গেছে অনেকখানি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ছাত্রদল সমাবেশ থেকে বর্তমান উপাচার্যের অপসারণ দাবি করেছে। ছাত্রদল সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়ে কর্তৃপক্ষকে এই সময়ের মধ্যে সংগঠনের নেতাকর্মীদের হলে ওঠানোর দাবি জানিয়েছে। অন্যথায় ছাত্রদল সাত দিন পর নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিয়ে হলে আসার হুমকি দিয়েছে। শিবিরের সঙ্গে ঐক্যের অপরাধে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জানিয়েছে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য। ছাত্রলীগ এবং জাসদ ছাত্রলীগ একই দাবিতে ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে। গতকাল ক্যাম্পাসে পুলিশের শক্ত অবস্থানের কারণে সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা গতকাল সকাল থেকে মধুর ক্যান্টিনে জড়ো হতে থাকে। বেলা ১২টার দিকে ছাত্রদলের ৬০/৭০ নেতাকর্মী ক্যাম্পাসে জঙ্গী মিছিল বের করে। মিছিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রক্টরকে উদ্দেশ করে স্লোগান দেয়া হয়। বটতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের সমাবেশে বক্তৃতা করেন শাহাবুদ্দীন লাল্টু, মজ্নুরে এলাহী, মনির হোসেন, এবিএম মোশাররফ হোসেন, নূরুল ইসলাম নয়ন প্রমুখ। সমাবেশে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের অপসারণের দাবি জানিয়েছেন। এঁরা সাত দিনের মধ্যে সংগঠনের সকল নেতাকর্মীকে হলে তুলে নেয়ারও দাবি জানিয়েছেন।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ছাত্রদলকে শিবিরের সহযোগী সংগঠন অভিহিত করে ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। ছাত্রঐক্যের মিছিল থেকে ছাত্রদলের ক্যাম্পাসে প্রবেশের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। নেতৃবৃন্দ হলসমূহ অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন। ছাত্রঐক্যের সমাবেশে বক্তৃতা করেন হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল, দীপঙ্কর সাহা দীপু, খোকন দাস, শরীফুজ্জামান শরীফ প্রমুখ।

কয়েক শ' ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর মিছিলে গতকাল ক্যাম্পাস মুখর হয়ে উঠেছিল। ডাকসু ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাহাদুর বেপারী, অজয় কর খোকন, আমিনুল ইসলাম, বলরাম পোদ্দার প্রমুখ। ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন– যে সংগঠনের নেতারা হল দখলের পর বঙ্গবন্ধু হলে বাসররাত কাটিয়েছে, জসীম উদ্‌দীন হলের ক্যান্টিনের ইজারা নিয়েছিল, হল ক্যান্টিনগুলোতে ফাও খেত তাদের ক্যাম্পাসে থাকার কোন অধিকার নেই। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন– ব্যর্থ বিরোধী দল লজ্জাহীনভাবে বিজয়ের উল্লাস করছে। জনগণ এ জন্য তাদের ধিক্কার জানাচ্ছে। তিনি বলেন, আগামীতে চার

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি ক্যাম্পাসে

(১২-এর পাতার পর)

দল ক্ষমতায় গেলে গোলাম আযম রাষ্ট্রপতি হবে নিজামী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সাঈদী স্পীকার হবে। এ দেশের জনসাধারণ তা মেনে নিতে পারে না। অজয় কর খোকন বলেন, বিজয় উল্লাসের নামে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তার ফল আগামী নির্বাচনে জনগণই বিএনপিকে বুঝিয়ে দেবে। জাসদ ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। জাসদ ছাত্রলীগের মিছিলে বক্তৃতা করেন করিম শিকদার, আনোয়ারুল হক প্রমুখ। তাঁরা শিবিরের সঙ্গে ছাত্রদলের ঐক্যের কারণে ছাত্রদলকে সামাজিকভাবে বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন।

ক্যাম্পাসের ছ'টি প্রবেশপথে পুলিশ পাহারা অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ সবাইকে চেক করছে। সন্দেহভাজন কাউকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দিচ্ছে না। ছাত্রদল ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ মোতায়েনের বিরোধিতা করে পুলিশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে'। গতকাল ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পুলিশ দৃঢ় অবস্থান নিয়ে দু'পক্ষকে দু'দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, সিনেটরদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তিনি উপাচার্য হয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর একাডেমিক জীবন বেশ সমৃদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলে তাঁকে শিক্ষকদের সমীহ করে কথা বলা উচিত। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলো স্বাভাবিক রাজনীতি করবে এটাই প্রত্যাশা। কিন্তু এর অন্যথা হলে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ পালন করবে। হলগুলোতে অবস্থানরত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই ক্যাম্পাস এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।